যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন

৩১শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে

সংবাদ : যশোর অফিস | ঢাকা , শনিবার, ০২ নভেম্বর ২০১৯

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৩ হাজার ১০০ স্কুল-কলেজপ্রধানকে সার্বক্ষণিক তদারকির আওতায় আনা হচ্ছে। কেবল উদ্যোগই নেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে বাস্তবায়নও শুরু করা হয়েছে। সরকারিভাবে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড সরবরাহ করে তাদের সার্বক্ষণিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হচ্ছে। বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সরকারিভাবে সরবরাহকৃত মোবাইল ফোনের সিম কার্ড ইতোমধ্যে সংগ্রহও করেছেন। শিক্ষকদের জবাবদিহির আওতায় আনতেই এই পদক্ষেপ।

শিক্ষা বোর্ডের স্কুল ও কলেজ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন না। এমনকি বোর্ড থেকে জরুরি প্রয়োজনে ফোন করা হলেও অনেকেই তা রিসিভ করেন না। আবার অনেক সময় মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। এসবের বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান মাঝে মধ্যে অন্য সিম কার্ড ব্যবহার করে থাকেন। এ কারণে বোর্ডের কাছে থাকা মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষা বোর্ডের কাছে মোবাইল ফোন নম্বর থাকার পরও জরুরি কাজ মেটানো যাচ্ছে

না। আবার কোন প্রাতষ্ঠান সম্পর্কে বিভন্ন ধরনের তথ্য জানতে ফাইল ঘেঁটে ইআইআইএন নম্বর বের করতে হয়। তারপর ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায়। এসব অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে যশোর বোর্ডের ২ হাজার ৫৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫৮৬টি কলেজের প্রধানকে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড দেয়া হচ্ছে। গ্রামীণফোন এই সিম কার্ড সরবরাহ করছে বিনামূল্যে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে নম্বর দেয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ছয়টি সংখ্যার ইআইআইএন নম্বরই হচ্ছে মোবাইল ফোন নম্বর। এই ফোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবহৃত হবে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান পরিবর্তন হলেও মোবাইল ফোন নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে। কেবল তা-ই নয়, এই মোবাইল ফোন নম্বরটি সার্বক্ষণিক খোলা রাখার নির্দেশনা রয়েছে- যাতে শিক্ষা বোর্ড যে কোন সময় যোগাযোগ করতে পারে। একই সঙ্গে ওই মোবাইল ফোন নম্বর দেখে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল ফাইলের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন বোর্ডের কর্মকর্তারা- যাতে কর্মকর্তাদের কাজ অনেকাংশে সহজ হবে বলে তারা মনে করছেন।

সরকারিভাবে সরবরাহকৃত এই মোবাইল ফোনের সিম কার্ড সংগ্রহের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে লিখিতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এই সিম কার্ড সংগ্রহ করার

শেষ দিন ছিল। কিন্তু অনেক প্রাতিষ্ঠানপ্রধান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিম কার্ড সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের সর্বশেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ১২ নভেম্বরের মধ্যে যশোর, মাগুরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহের প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের গ্রামীণফোনের যশোর সেন্টার থেকে এবং খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের গ্রামীণ ফোন খুলনা সেন্টার থেকে সিম কার্ড সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানপ্রধান এই সময়ের মধ্যে যদি সিম কার্ড সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে এর দায়দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। একই সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যার কোন দায় বোর্ডের ওপর বর্তাবে না- নির্দেশনাপত্রে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন কলেজ পরিদর্শক কেএম রব্বানী।

এ বিষয়ে কলেজ পরিদর্শকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের অনেকেই তাদের মোবাইল ফোন নম্বরে কল করলে ঠিকমতো রিসিভ করেন না। অনেক সময় বন্ধ পাওয়া যায়। এ কারণে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এসব কারণে সরকারিভাবে তাদের সিম কার্ড সরবরাহ করা হচ্ছে। এই সিম কার্ড সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে বলা হয়েছে- যাতে জরুরি প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেগ পেতে না হয়। ইআইআইএন নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে মোবাইল

ফোন নম্বর হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফাইল খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।